দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11|11|79 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

টেক্সট বুক বোর্ডের বই

দৈনিক বাংলার জনমত কলামে গত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে টেক্সট বুক বোর্ড সম্বন্ধে সত্য ঘটনাসম্বলিত একটি পত্র বের হয়েছিল। ভেবেছিলাম, এ পত্র প্রকাশের পর বোর্ডের বোধোদয় হবে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি, বোর্ডের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশের শত শত লেখক তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতির মূল্য [illegible] পাননি। আমার মনে হয় পাণ্ডুলিপি পরীক্ষক নির্বাচন এবং পরীক্ষা-পদ্ধতি দুটোই এর জন্যে দায়ী। ফলাফল পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি। অফিসে [illegible] দেয়া ফলাফলে দেখা যায় সারা বাংলাদেশে মাত্র দুজন লেখক ব্যক্তিগতভাবে বই দাখিল করে সফল হয়েছেন। তাও বহু বই দাখিল করে তাঁরা একটি করে বই পেয়েছেন। দেশের প্রতিভাবান লেখকরা কি চিরদিন এমনিভাবেই বঞ্চিত হয়ে থাকবেন? সমস্ত বই প্রকাশকরাই পেয়েছে। এমন আশংকা দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত উল্লিখিত পত্রে [illegible]তেও কম হয়েছিল। অনুমোদিত এবং অননুমোদিত কিছু পাণ্ডুলিপি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। পরীক্ষণ পদ্ধতির দোষে বেশ ভাল মানের কিছু বইও অনুমোদন লাভ করেনি। তার প্রমাণ বই প্রকাশের পর আমি পাঠক মারফত জনসমক্ষে তুলে ধরব। বিশেষতঃ ছাপানো বই-এর চাকচিক্য পরীক্ষকদের বিভ্রান্ত করেছে বলে মনে হয়। বোর্ড প্রথমতঃ ছাপানো বই দাখিলের অনুমতি দেননি। পরে প্রকাশকদের চাপের মুখে পুনর্বিজ্ঞপ্তিতে ছাপানো বই দাখিলের অনুমতি দেয়া হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একরকম পদ্ধতি অনুসরণ করাই শ্রেয়। হাতের লেখা, টাইপ ও মুদ্রণ এ তিনের মধ্যে মধ্য-পন্থাটিই সকলের জন্যে সুবিধের হতো। তাছাড়া পরীক্ষকদের নামও অনেকেই জেনে ফেলেছিলেন। তাঁদের কেউ আবার বেনামীতে প্রকাশকদের লেখকও ছিলেন।

বোর্ডের প্রতি আমাদের অনুরোধ বই নির্বাচনের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করে বই-এর সংখ্যা বাংলা ও ইংরেজীতে অন্ততঃ বারোটি করে দেয়া হোক। সারা দেশে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রায় পাঁচ লাখ ছাত্র-ছাত্রী আছে। তাতে বোর্ডের রয়ালটির টাকার পরিমাণ বাড়বে এবং আরো বেশী গ্রন্থকার উপকৃত হবেন। বোর্ডের এতে ক্ষতির কোন কারণ নেই। তারপরেও স্কুলের শিক্ষকরা ভালো বইটি বেছে পাঠ্য করবেন। পশ্চিম বঙ্গ বোর্ডের নির্বাচিত বাংলা পাঠ্য বই ৩২টি। আশা করি বোর্ড অতি শীঘ্র এব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন এবং ভবিষ্যতে বই নির্বাচনের ব্যাপারে সাবধান হবেন।

অধ্যাপক এ এ ভূঞা,
কাজেম আলী রোড,
চট্টগ্রাম।